মার্কিন চাঁদা বন্ধ হলে ইউনেস্কোর বাজেট সংকট দেখা দেবে

প্যারিস, ২রা জানুয়ারী (রয়টার)।—ইউনেস্কো থেকে যুক্তরাষ্ট্র তার সদস্যপদ প্রত্যাহার করায় বাজেট সংক্রান্ত সংকট দেখা দেবে এবং ১৯৮৫ সাল থেকে জাতিসংঘ সংস্থার বাজেট ব্যাপকভাবে কাটছাট করতে হবে। কূটনীতিকরা এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের এধরনের সিদ্ধান্ত ইউনেস্কোর মহাপরিচালক সেনেগালের আহমাদু মাহতার এমবোর জন্য একটা বড় রকমের ব্যক্তিগত বিপর্যয় হয়ে দাড়াবে। এমবো তাঁর নয় বছরের কার্যকালে তৃতীয় বিশ্বের স্বার্থকে তুলে ধরেছেন।

ইউনেস্কোর মুখপাত্র বলেছেন, এমবো সরকারী ভাবে ছুটিতে রয়েছেন। সংস্থা মার্কিন সিদ্ধান্তের খবরের ব্যাপারে কোন মন্তব্য করবে না। যুক্তরাষ্ট্র ইউনেস্কোর বাজেটের এক চতুর্থাংশ ব্যয় বহন করে থাকে। আগামী ১২ মাসে মার্কিন সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে এবং তখন ইউনেস্কোকে ১৯৮৫ সালের জন্য তার তহবিল ২৫ শতাংশ বাদ দিতে হবে।

কূটনীতিকরা বলেছেন, রিগান প্রশাসন এখনো তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে পারে। আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়নি। তবে তারা বলেছেন, মনোভাবের কোন পরিবর্তন হলে ওয়াশিংটনের মুখ দেখানো দায় হবে।

একটি সূত্র এই মর্মে জল্পনা-কল্পনা করেছে যে, এখন এমবো পদত্যাগ করবে হয়তো বা যুক্তরাষ্ট্র ইউনেস্কোতে থেকে যেতে পারে। এমবোর ম্যাণ্ডেট ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত চলবে। কূটনীতিকরা বলেছেন, সত্তুরের দশকে ইউনেস্কোতে ইসরাইল সমালোচনার সম্মুখীন হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র সংস্থায় তার চাদা দান স্থগিত রাখে। কিন্তু সেটা পূর্ণ প্রত্যাহারের প্রশ্ন ছিল না। ইউনেস্কো আরব দেশগুলোর কাছ থেকে সুদমুক্ত ঋণ নিয়ে দু'বছরের সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। কিন্তু এখন ঐরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা কঠিন হতে পারে।

কূটনীতিকরা বলেছেন, ইউনেস্কোর ব্যয় হ্রাস করার প্রস্তাব নেয়ার বিষয়টি নির্ভর করছে এমবোর ওপর, প্যারিসে সংস্থার স্থায়ী কর্মচারীদের ওপর নয়। সংস্থার কর্মসূচীর ওপরেই সম্ভবত: সরাসরিভাবে আঘাত আসবে।